ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 62 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১৮ ● কলকাতা ● ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ১১ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 25

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি প্রকৃতির চক্রের রহস্য বলছেন যে এক বৃক্ষ শিকড় দিয়ে এক শক্তি গ্রহণ করে, ঐ শক্তিকে বড় বড় শাখাতে পৌঁছায়। বড় শাখা ঐ জীবন-শক্তিকে ছোট শাখায় পৌঁছায়। ছোট শাখা ঐ শক্তিকে বড় ডালে পৌঁছায়। ঐ বড় ডাল ঐ প্রাপ্ত শক্তিকে ছোট ডালে পৌঁছানোর কাজ করে আর ঐসব ছোট ডাল ঐ শক্তিকে প্রাপ্ত করে এক নতুন কলির (কুঁড়ির) জন্ম দেয়। আর একটানা জীবনশক্তি পাওয়ার জন্যই এক কুঁড়ি বিকশিত হয়। এক কুঁড়ি বিকশিত হয়ে এক ফুল হয়ে যায় আর ঐ ফুলের পর ফল বিকশিত হয়। এইভাবে একদিকে ফলরূপে বিকশিত হয়ে বীজ নিজের উৎকর্ষের চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছায়, আর অন্যদিকে ফলের বিকাশকারক ছোট ছোট ডাল ছোট ছোট নতুন কোমল পাতার জন্ম দেয়, ঐ কোমল পাতা লাল, সুন্দর রং নেয়। ক্রমশঃ

চার অফিসারকে বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে এবার ডেডলাইন বেঁধে দিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটে কারচুপির অভিযোগ। কিন্তু এখনও কেন চার অফিসারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়? এবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ডেডলাইন বেঁধে দিল কমিশন। দুই ERO ও দুই AERO-র বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা সোমবার দুপুর তিনটের মধ্যেই জানাতে হবে মুখ্যসচিবকে। এখনও কেন নির্দেশ কার্যকর হয়নি, জানতে মুখ্যসচিবকে আরও একবার চিঠি দিল নির্বাচন কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন, কারোর বিরুদ্ধেই কোনও পদক্ষেপ করতে দেবেন না তিনি। 'জীবন দিয়ে আগলে' রাখার বার্তাও দিয়েছিলেন। ঝাড়গ্রামে এক সভা থেকে তিনি বলেছিলেন, "বাংলার সরকারি অফিসারদের বলব নিশ্চিন্তে থাকবেন। আমরা আপনাদের জীবন দিয়ে রক্ষা করব।" এদিকে, কমিশনের এই তিন নম্বর চিঠি পর সংঘাত যে আরও চরমে উঠল, তা বলছেন বিশেষজ্ঞরা।উল্লেখ্য, প্রথম বার যখন চিঠি করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে, তখন একটি লাইনে 'ASAP' শব্দটি উল্লেখ করা ছিল। কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেটাও জানানোর নির্দেশ ছিল। কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরও কোনও উত্তর না আসায় ফের চিঠি করে নির্বাচন কমিশন। সোমবার দুপুর

এরপর ৩ পাতায়

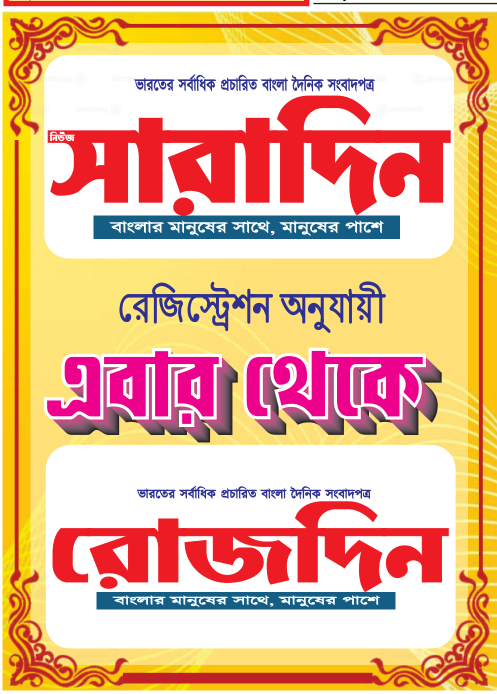

এশিয়ার বৃহত্তম "শিবলিঙ্গ নদীয়ার শিবনিবাস" শ্রাবণের শেষ সোমবার বাবার মাথায় জল ঢালাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সতর্কতা

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া

বাংলার শ্রাবণ মাস বাবা ভোলানাথের জন্ম মাস। শ্রাবন মাসের শেষ রবিবার জল বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শেষ সোমবার পুরো দিনটাই মহোৎসবের সঙ্গে পালন করা হয়। রবি বার সকাল থেকেই নদীয়ার নবদ্বীপ গঙ্গা থেকে স্নান পর্ব সেরে কলসিতে জল নিয়ে বাক কাধে নিয়ে পায়ে হেটে বাবার ভক্তরা চললেন শিবনিবাসের উদ্দেশ্য।

আজ সকাল থেকেই নদীয়ার স্বরুপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ কলাতলা, কৃষ্ণনগর চারগেট, নবদ্বীপ মোড়, কৃষ্ণনগর পৌরসভা মোর, কুলগাছি,আসাননগর, ভীমপুর বিভিন্ন এলাকা সহ বিষ্ণুপুর হাসপাতাল বাজারের পক্ষ্যে থেকে শিবনিবাসগামী বাবার ভক্তদের চলছে জলদান পর্ব কর্মসূচি এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে কর্মসূচি পালন। নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি বলেন নবদ্বীপ পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম পরিষেবা দেওয়া হবে। ভাগীরথীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পুন্নার্থীদের স্নানে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেজন্য সতর্ক থাকবে প্রশাসন।

শ্রাবনের শেষ সোমবার শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য প্রচুর ভক্তের সমাগম হবে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের শিবনিবাস এশিয়ার বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালার জন্য নদীয়াজেলা বর্ধমান জেলার সহ বিভিন্ন এলাকার ভক্তবৃন্দরা স্নান করতে আসে নবদ্বীপ গঙ্গায়। সেইখান থেকে কেউ কলসি,কেউ মাটির ঘড়া করে জল নিয়ে বাঁক কাঁধে করে নিয়ে যান। সেই জন্য রবিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

নবদ্বীপের রানির ঘাট, বড়াল ঘাট,ফাঁসিতলা, শ্রীবাস অঙ্গন ঘাট, দন্ড পানি তলাঘাট, প্রাচীন মায়াপুর নিদয়ের ঘাট, সমস্ত ঘাট গুলোতে বাসায় বেরিকেট এবং জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। এই সমস্ত ঘাটগুলোতে স্নান করতে পারবেন।

মায়াপুর জেটি থেকে স্বরুপগঞ্জ নৌকো ছাড়বে।

নবদ্বীপ স্বরুপগঞ্জ ঘাটের যাত্রীদের যাওয়ার এবং আসার জন্য পৃথক "গ্যাং ওয়ে" করা হয়েছে।

ফকির তলা থেকে তিওর খালি পর্যন্ত যাত্রা পথে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে।

স্বরুপগঞ্জ, ফকিরতলা, জামতলা এবং তেওরখালীতে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

ঘাট গুলিতে সমস্ত নৌকায় যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য ১৫ জন বিপর্যয় মোকাবিলার বাহিনী জোয়ান এবং অতিরিক্ত ৮০ জন ঘাট নিরাপত্তা কর্মী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

চলে গেলেন পাথর প্রতিমার 'লৌহ মানব' ভুবন পাত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের জি-প্লটের বিশিষ্ট সমাজসেবী 'লৌহমানব' ভুবনচন্দ্র পাত্র চলে গেলেন। ৮ আগস্ট শুক্রবার বিকালে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি রেখে গেছেন এক পুত্র, তিন কন্যা, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণীজন। কাকদ্বীপ শ্মশানে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

সাগর থানার রুদ্রনগরে তাঁর পৈতৃক নিবাস হলেও শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মায়ের সঙ্গে চলে আসেন পাথর প্রতিমায়।

প্রথাগত শিক্ষা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বেশি না থাকলেও তিনি স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, সমবায় সমিতি গঠন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ইন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি কাজে তিনি ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। নদী বাঁধ ভাঙন প্রতিরোধে একসময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গোবর্ধনপুরে সুন্দরবন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের এক বিশেষ কীর্তি। সম্প্রতি "জি-প্লট ও আমার জীবন" নামে তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উন্নয়ন মূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এলাকার মানুষ তাঁকে 'লৌহমানব' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ তাঁকে ২০২২ সালে আদর্শ সমাজ সেবী রূপে সংবর্ধনা দেয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল শোক প্রকাশ করেন ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

(২ পাতার পর)

এশিয়ার বৃহত্তম "শিবলিঙ্গ নদীয়ার শিবনিবাস" শ্রাবণের শেষ সোমবার বাবার মাথায় জল ঢালাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সতর্কতা

৫৮০ জন পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

শনিবার অতিরিক্ত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, নবদ্বীপের বি ডিও, আইসি, এবং নবদ্বীপের পুরো প্রধানসহ বিশেষ প্রতিনিধির দল বন্দোবস্তার নজরদারি করেছেন।

শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার দিন নবদ্বীপ গঙ্গা থেকে জল নিয়ে ভক্তরা নদীয়ার কৃষ্ণনগর প্রধান শহরের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে বাক কাঁধে নিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এই "শিব নিবাস এশিয়ার বৃহত্তম শিবলিঙ্গের "মাথায় জল ঢালবেন। প্রশাসন সূত্রে অনুমান করা হয়েছে প্রায় লক্ষাধিকের ওপরে পুণ্যার্থীরা নবদ্বীপ গঙ্গায় আসবেন। ভাগীরথীর জল বর্তমানে বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে, সেই কারণে প্রশাসনরা উদ্বিগ্ন। একদিকে ফুঁসছে ভাগীরথী, অন্যদিকে পুন্যার্থীদের স্নান, যাতে কোনরকম দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুর্নীতি জালিয়াতিতে আবারো বড়সড় আক্রমণ তৃণমূল কর্মী

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের তদন্তের প্রশ্নের মুখেও পড়েন তিনি। এবার আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সংস্থার নামে 'থানা' খুলে প্রতারণার অভিযোগ। অভিযোগ, বিভিন্ন মামলার তদন্ত করার নামে টাকা তুলতেন।ওয়েবসাইট খুলে চলতো অনুদান নেওয়া। এবার উত্তর প্রদেশের নয়ডা থেকে বিভাস অধিকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কেবল বিভাসই নয়, তাঁর ছেলে-সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিভাসের থানায় তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে আন্তর্জাতিক প্রচুর ভুয়ো স্বীকৃতি আইডি কার্ড। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন,

বিভাসের থানায় নিজেরাই মামলা রুজু করতেন তাঁরা। এরপর তদন্তের নামে অভিযুক্তদের ডেকে নিজেরাই টাকা তুলতেন। নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল এই বিভাসের। সিবিআই-ইডি তল্লাশি চালায় তাঁর বাড়ি ও অফিসে। বীরভূমে তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। গত বছর এপ্রিল মাসে বীরভূমের নলহাটিতে বিভাসের বাড়ি এবং আশ্রমেও তল্লাশি চালান সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। সেখান থেকে প্রচুর নথি বাজেয়াপ্ত হয়। প্রাসদপম তাঁর আশ্রমের।

গঙ্গার জলে প্লাবিত অসংরক্ষিত এলাকা

পার্থ ঝা,মানিকচক

ফুলেফেঁপে ওঠা গঙ্গার জলে গত সাতদিন ধরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মালদার মানিকচকের গোপালপুর অঞ্চলের বিভিন্ন অসংরক্ষিত এলাকায়। গোপালপুরের উত্তর হুকুমতটোলা, দক্ষিণ হুকুমতটোলা, ঈশ্বরটোলা এবং কামালতিপুর এলাকা বর্তমানে জলে ভাসছে। এই সমস্ত এলাকার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটে বর্তমানে জলমগ্ন পরিস্থিতি। ফলে জলবন্দী দশায় চরম দুঃখ, দুর্দশার মধ্যে দিন কাটছে ওই সমস্ত এলাকার প্রায় পাঁচশো পরিবারের সদস্যদের। তারা ছোটো ছোটো ছেলেপুলে, গৃহপালিত গোরু, মহিষ, ছাগল নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন। গোটা এলাকা জলে ভেসে যাওয়ায় এলাকায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের চরম সংকট। দুর্গতদের অভিযোগ, তাদের এলাকায় গত দিন সাতেক আগেই গঙ্গার জল ঢুকেছে। সেই জলে গোটা এলাকা ভেসে গেছে। ঘরবাড়ি থেকে রাস্তাঘাট বর্তমানে জলের তলায়। অথচ এখনও প্রশাসনের তরফে কারও দেখা নেই। ত্রাণের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে বন্যা দুর্গতদের অনেকেরই দিন কাটছে চরম অসহায় অবস্থায়।

(১ম পাতার পর)

চার অফিসারকে বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে এবার ডেডলাইন বেঁধে দিল কমিশন

তিনটের মধ্যে মুখ্যসচিবকে সেই উত্তর দিতে হবে।

ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের জেরে রাজ্যের চার অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গত ৫ অগস্ট মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছিল কমিশন। বারুইপুর পূর্বের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার(E R O) দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী এবং এখানকার AERO তথাগত মণ্ডল আর ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার এবং এই বিধানসভা কেন্দ্রের AERO সুদীপ্ত দাসকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআরেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। এই চারজনের পাশাপাশি সুরজিৎ হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বাংলার সেই মেয়ে আজ দিশা দেখাচ্ছে দেশকে, গর্বিত খোদ মুখ্যমন্ত্রীও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভাবের সংসার। দু'বেলা পেট চলবে কী করে তাই নিয়ে সারাদিন চিন্তা লেগেই থাকে। তারপর আবার বাড়িতে রয়েছে মেয়ে! তাই পরিবারের লোকজন চেয়েছিলেন যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। তবে মেয়েটি মানেনি। লড়েছেন তিনি। ছাড়খাড় হতে দেননি নিজের স্বপ্নকে। বরং ছিনিয়ে নিয়েছেন নিজের স্বপ্নকে।

সম্প্রতি, ভাষা আন্দোলন করতে ঝাড়গ্রাম যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বৈধ নোটিস ছাড়া কারও নাম বাদ যাবে না, বিহার SIR নিয়ে আশ্বাস কমিশনের

অবৈধ ভোটার বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড়। বিহারের ভোটের তালিকা থেকে বাদ ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম! কিন্তু কেন বাদ দেওয়া হল এত ভোটারের নাম, কারাই বা বাদ পড়লেন? সুপ্রিম কোর্টে এ প্রশ্নের জবাব দিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। এ সংক্রান্ত মামলায় কমিশন হলফনামা দিয়ে জানাল, ভোটার তালিকা থেকে কাদের নাম বাদ পড়েছে, সেটার আলাদা করে তালিকা প্রকাশ করার কোনও নিয়ম নেই।উল্লেখ্য, বিরোধীদের অভিযোগ, নিবিড় সংশোধনের পর সংশোধিত যে তালিকা নির্বাচন কমিশন তৈরি করেছে, সেটাও ত্রুটিপূর্ণ। তাড়াহুড়োর চক্করে বুথ লেভেল অফিসাররা বহু নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন। ফলে সংশোধিত ভোটার তালিকাও ত্রুটিপূর্ণ। আরজেডির অভিযোগ, বুথ লেভেল অফিসাররা টার্গেট পূরণের জন্য ভোটারদের সঙ্গে কথা না বলেই ফর্ম পূরণ করে দিয়েছেন। অনেক ভোটারের নামে ফর্ম পূরণ হয়েছে, অথচ তিনি জানেন না। বহু মৃত ভোটারের নামেও এভাবেই ফর্ম ফিল আপ হয়েছে। ফলে ভুয়ো ভোটার ধরার যে দাবি কমিশন করছে, সেটাও ভ্রান্ত।কমিশনের দাবি, কেন নাম বা দেওয়া হয়েছে সেটা জানাতেও বাধ্য নয় তারা। তবে নোটিস না দিয়ে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না।

বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন নিয়ে নতুন করে মামলা করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস। মামলাকারীদের দাবি, নির্বাচন কমিশন বলছে বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, অথচ তাদের কোনও বিবরণ দেওয়া হয়নি। এমনকী রাজনৈতিক দলগুলিও ওই বাদ পড়া ভোটারের তালিকা পায়নি। মামলাকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের প্রশ্ন, বলা হচ্ছে, ৩২ লক্ষ ভোটার স্থায়ী ভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এ বিষয়ে অন্য কোনও বিবরণ দেওয়া হয়নি। এই ৬৫ লক্ষ কারা, কারা স্থায়ী ভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, কারা মৃত, এই সব তথ্য প্রকাশ করা উচিত।"

ওই মামলার প্রেক্ষিতে বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি উজ্জ্বল ভূইঞা এবং বিচারপতি এনকে সিংয়ের বেঞ্চ বলে, নিয়ম অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের এই সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার কথা কমিশনের। জবাবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের যে সেই তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেটা তারা আদালতে দেখাতেও পারবে। প্রতিটি বুথে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের বাদ পড়াদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না পড়ে সেটা নিশ্চিত করতে সব বৈধ ভোটারের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সবরকম চেষ্টা করে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু যারা বাদ পড়লেন তাদের তালিকা প্রকাশ করা বা আলাদা করার কোনও নিয়ম নেই। যদিও কমিশনের দাবি, বিনা নোটিসে কোনও ভোটারের নামই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে না। প্রত্যেক ভোটারকে নিজের পক্ষ রাখার সুযোগ দেওয়া হবে। এবং তার নাম বাদ দিলে নির্দিষ্ট কারণও তাঁকেই জানানো হবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠদশতম পর্ব)

কাব্যে মনসার জন্ম ও অন্যান্য উপাখ্যানগুলি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে।

মনসাবিজয় কাব্য থেকে জানা যায়, বাসুকীর মা একটি ছোটো মেয়ের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। শিবের বীর্য এই মূর্তি স্পর্শ করলে মনসার জন্ম হয়। বাসুকী তাঁকে নিজ ভগিনীরূপে গ্রহণ করেন। বাসুকী তার কাছে গচ্ছিত শিবের ১৪ তোলা বিষ মনসাকে দেন। রাজা পৃথু পৃথিবীকে গাভীর ন্যায় দোহন করলে উদগত বিষের দায়িত্বও বাসুকী মনসাকে দেন। শিব মনসাকে দেখে কামার্ত হয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বাংলার সেই মেয়ে আজ দিশা দেখাচ্ছে দেশকে, গর্বিত খোদ মুখ্যমন্ত্রীও

বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে রাজ্য সরকারের তরফে রাজশ্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশীর্বাদ করেন। আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখান। মঞ্চে রাজশ্রী মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের জীবন যুদ্ধের কাহিনী বলেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মা-বোনেদের বলব মেয়েদের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তাড়িতাড়ি মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা ভুলে যান। তাঁরা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। প্রয়োজনে তাঁরা পরিবার চালাতে পারেন। দেশ চালাতে পারে, প্লেন চালাতে পারে, ডাক্তার হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। আমার কন্যাশ্রীরা বাইরে বাইরে গিয়ে যখন বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে, তখন আমার দেখতে ভাল লাগে।"আজ সেই মেয়েটিই নাম উজ্জ্বল করেছে ভারতীয় ফুটবলের।

ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা রাজশ্রী হাঁসদা। ভারতের প্রথম সাঁওতালি মহিলা, যিনি জাতীয় ফুটবল রেফারি। খেলার মাঠে ছিল রাজশ্রীর চোখ ভরা স্বপ্ন। এদিকে, বাড়ি থেকে বারবার দেওয়া হচ্ছিল বিয়ের চাপ। তবে নিজের স্বপ্ন পূরণ করেই ছেড়েছেন তিনি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

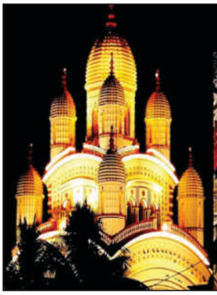

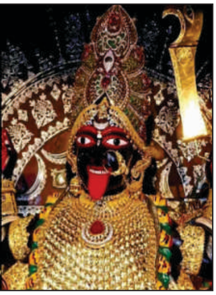

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তাই এখানে বলে রাখি, একটি প্রাচীন শ্যামারূপ কল্পনায় কৃষ্ণরূপের সঙ্গে আশ্চর্য নৈকট্য পাই। অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছধারী শ্যামা মা, গুঞ্জাফুলের মালা পরিহিতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী জিয়াপুত্রই!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: তারেক রহমানই বাংলাদেশের 'ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী'। নির্বাচনী আবহে বড় ঘোষণা করে দিলেন বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির। শনিবার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের (ড্যাব) কাউন্সিল অধিবেশনে লন্ডন থেকে ভারচুয়ালি যুক্ত হন জিয়াপুত্র তারেক রহমান।তাঁর বক্তব্যের পর মির্জা ফখরুল ফের বলেন, ''ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন চলার সময় আমাদের অনেক চিকিৎসককে বাধা দেওয়া হয়েছে, চিকিৎসা দেওয়ায় আহতদের এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'' তিনি বলেন, ''আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, জাতি আপনাদের সম্মান জানাচ্ছে, আপনারা যারা ওই সময় ঝুঁকি নিয়ে আহতদের চিকিৎসা করেছেন, সেটা জাতি কোনওদিন ভুলবে না।''তাঁকেই 'ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে সম্বোধন করে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিএনপি মহাসচিব।

মির্জা ফখরুলের বক্তব্য, ''আজ আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় শুধু নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা, ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি, ভবিষ্যতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ এখানে বসে আছেন। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমাদের এই নেতা আমাদের ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর দৃষ্টিতে এটা আনতে চাই। তার স্ত্রীও (জুবাইদা রহমান) একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। আপনাদের এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছে, এই বিষয়টার দিকে তিনি অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেবেন। কারণ ১৮ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, এটা বড় বিশাল একটা দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।''

সপ্তাহখানেক আগে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন অন্তবর্তী সরকার। ফলে আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনার দল লড়তে পারবে না। আর তা আর্শীবাদ হয়ে দেখা দিয়েছে সাবেক শাসকদল বিএনপিরও। মহাসচিব তো সাফ বলেই দিয়েছিলেন, "এই মুহূর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে কোনও ভয় নেই। যেখানে আওয়ামি লিগ নেই, সেখানে আমরা কোনও চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না।"

লন্ডন থেকে ভারচুয়ালি যুক্ত হওয়া তারেক রহমানকে এই সময় তুমুল করতালি দিয়ে চিকিৎসকরা অভিনন্দন জানাতে থাকেন। কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে বিএনপির চিকিৎসক সংগঠন 'ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব' এর জাতীয় কাউন্সিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

আইএনএস সন্ধ্যায়ক' সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছোল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 'সন্ধ্যায়ক' সিঙ্গাপুরের জাতীয় দিবস ৯ অগাস্ট ২০২৫-এর মর্যাদাপূর্ণ উৎসব উদযাপন উপলক্ষে অংশগ্রহণের জন্য তিন দিনের জন্য সেদেশে পৌঁছেছে। এই অত্যাধুনিক সার্ভে ভেসেল (এসভিএল)-টি ভারতে নির্মিত প্রথম বড় জাহাজ। সন্ধ্যায়কের এই সফর আঞ্চলিক সামুদ্রিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে এবং ভারতীয় নৌবাহিনী তথা সিঙ্গাপুরের সমস্ত সমুদ্র বিষয়ক এজেন্সিগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই সফর ভারতীয় নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগের পরিকাঠামো ভিত্তিক সামুদ্রিক কূটনীতি এবং আঞ্চলিক হাইড্রোগ্রাফিক ক্ষমতা নির্মাণে ভারতের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বকেও তুলে ধরে।

আইএনএস সন্ধ্যায়ক-কে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে জলে ভাসানো হয়েছিল। এই জাহাজটির সমুদ্রতট এবং গভীর সমুদ্রে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি হেলিকপ্টার এবং হাসপাতাল সহ এসএআর / মানবিক সঞ্চালনে সক্ষম।

এই জাহাজটির প্রথম সিঙ্গাপুর যাত্রার উদ্দেশ্য প্রযুক্তিগত / ব্যবসায়িক আদান-প্রদান এবং প্রতিনিয়ত সমুদ্র পর্যবেক্ষণ সহায়তাকে সুবিধাজনক করে তোলা।

এই সফরের সময় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিঙ্গাপুরের সহায়ক মুখ্য হাইড্রোগ্রাফার শ্রী গ্যারী চ্যু-র সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কমান্ডিং অফিসারের রয়্যাল সিঙ্গাপুর নেভির নবম ফ্লোটিলার কম্যান্ডার কর্নেল চৌয়া মেং সুন-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আলোচনা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে রয়্যাল সিঙ্গাপুর নৌবাহিনীর কর্মীদের এই জাহাজে ভ্রমণ এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফিক ক্ষমতা প্রদর্শন করা। তাছাড়া রয়েছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং সিঙ্গাপুরের ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে ঘুরিয়ে দেখানো।

ক্যামেরুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিন্দার ঝড় প্রত্যাখ্যান করলেন মরিস

বেবি চক্রবর্তী

কথায় আছে ঘোলা জলে মাছ ধরা তবুও দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের অধিকারী সাধারণ জনগণ। ২০২৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঝড় তুঙ্গে। এবার ক্যামেরুনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হলেন পল বিয়া, যিনি ১৯৮২ সাল ৬ নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের ময়দানে রয়েছেন। এছাড়াও বিশিষ্ট বিরোধী নেতা মরিস কামটো শুক্রবার অক্টোবরে ক্যামেরুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তার "স্বেচ্ছাচারী" বহিষ্কারের নিন্দা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্গলবার দেশের সাংবিধানিক আদালত কামটোর প্রার্থিতা প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্যামেরুনের বিরোধীদলীয় নেতা মরিস কামটো ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইয়াউন্দে অবস্থিত সাংবিধানিক পরিষদে আপিল শুনানিতে অংশ নেন। ক্যামেরুনের বিরোধীদলীয় নেতা মরিস কামটো ২০২৫ সালে ৪ আগস্ট ইয়াউন্দে অবস্থিত সাংবিধানিক পরিষদে আপিল শুনানিতে অংশ নেন। এএফপি - - ক্যামেরুনের শীর্ষস্থানীয় বিরোধীদলীয় নেতা মরিস কামটো বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি পল বিয়ার শিবিরকে অক্টোবরের নির্বাচনে দাঁড়াতে বাধা দেওয়ার জন্য কৌশল ব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন, আদালত তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পর। তিনি ৪৩ বছর ধরে শাসন করছেন। সাংবিধানিক আদালত মঙ্গলবার ৯২ বছর বয়সে রাষ্ট্রপতির একজন উচ্চ-প্রোফাইল সমালোচক কামটোর প্রার্থিতা প্রত্যাখ্যান করেছে। "২০২৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে আমাকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল," বিয়ার আরডিপিসি পার্টি ফেসবুকে "স্বেচ্ছাচারী" আদালতের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একটি ভিডিওতে কামটো বলেছেন।

কামটোর বয়স ৭১, ২০১৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিয়ার পরে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন এবং আফ্রিকান মুভমেন্ট ফর নিউ ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ম্যানিডেমের প্রার্থী হিসেবে ১২ অক্টোবরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন।

মঙ্গলবারের রায় জুলাই মাসে নির্বাচন কমিশনের একটি সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করে যে কামটো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না কারণ আরেকজন ম্যানিডেম প্রার্থী ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত ছিলেন। "ক্ষমতায় থাকা সরকার কৃত্রিমভাবে একাধিক মনোনয়ন তৈরি করার জন্য ম্যানিডেম থেকে একজন নতুন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে দাঁড় করানোর জন্য তাড়াহুড়ো করেছে," কামটো বলেন।

কামটোর বাদ দেওয়ার আগে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সতর্ক করে দিয়েছিল যে তাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করবে। "নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিপক্ষকে বাদ দেওয়া ফলাফলের উপর ছায়া ফেলবে," সতর্ক করে HRW-এর জ্যেষ্ঠ আফ্রিকা গবেষক ইলারিয়া অ্যালেগ্রোজ্জি। ক্যামেরুনের বিরোধী দল বিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানাতে লড়াই করেছে, যিনি ৪৩ বছর ধরে শাসন করেছেন এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো গোষ্ঠীগুলি তার বিরুদ্ধে ভিন্নমত দমনের অভিযোগ এনেছে।

নিচু মানের কাউকে নিয়ে কথা বলা মানে সময় নষ্ট', মহুয়ার নাম শুনেই প্রতিক্রিয়া কল্যাণের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে। আবারও আলোচনায় তৃণমূলের দুই সাংসদ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্র। শনিবার শ্রীরামপুরের সাংসদ মহুয়াকে কটাক্ষ করে বলেন, তিনি “নিচু মানের” এবং “সময়ের অপচয়”। এই মন্তব্যে দুই নেতার চলমান বিরোধ আরও তীব্র হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের অনুমান।

চারবারের সাংসদ ক্যাল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। দলের ভেতরের অশান্তির জেরেই এই পদক্ষেপ বলে শোনা যায়। রোববার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “ওই মহিলা (মহুয়া মৈত্র) আমার আলোচনার বিষয় নন। উনি খুব নিচু মানের। ওঁকে নিয়ে কথা বলার মানে নেই। ওঁর জন্য আমি বহু মানুষের কাছে খারাপ হয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “এটা আমার সময় ও শক্তির অপচয় ছিল। ওঁর দিকে মনোযোগ দেওয়া আমার ভুল। এখন আর কোনও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।”

কল্যাণ জানান, এক জুনিয়র আইনজীবী ভাইয়ের মেসেজে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বুঝেছেন, মহুয়া মৈত্র আর তাঁর জন্য ‘বিষয়’ নন। “এখন আমার অনেক কাজ বাকি,” মন্তব্য শ্রীরামপুরের সাংসদের। যদিও এ ব্যাপারে মহুয়া মৈত্রের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রর মধ্যে বহুদিন ধরেই তিক্ত সম্পর্ক। দুজনেই একে অপরের বিরুদ্ধে অভদ্র ভাষা ব্যবহার ও শিষ্টাচার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন, যা দলীয় নেতৃত্বের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে।

তবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে করা মন্তব্যের জন্য আক্ষেপও প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “দিদির বিরুদ্ধেও কথা বলেছি, যা না বলাই ভাল ছিল।” রাখি বন্ধনের দিনে দিদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি জানান, “দিদি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন—একবার নয়, তিনবার।”

গত ৪ জুলাই কল্যাণ লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ পদ ছাড়েন। অভিযোগ করেন, সংসদে কিছু সাংসদ কার্যত অনুপস্থিত থেকেও সমন্বয়ের অভাবের দায় তাঁর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। একইসঙ্গে সহকর্মী সাংসদের (ইঙ্গিত মহুয়ার দিকে) কাছ থেকে অপমানের শিকার হওয়ার পরও দলের নীরবতায় তিনি আঘাত পেয়েছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, এর আগেও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন ক্রিকেটার ও তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের দ্বন্দ্ব হয়েছিল। মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে তাঁর শেষ প্রকাশ্য সংঘাত হয়েছিল, যখন স্কুলে পুলিশ মোতায়েন প্রসঙ্গে প্রশ্নে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন।

সিনেমার খবর

প্রথমবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাচ্ছেন শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের কিং শাহরুখ খান তিন দশক ধরে সিনেমা জগতে রাজত্ব করে চললেও এবারই প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন তিনি। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তার সিনেমা 'জওয়ান'-এর জন্য ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শাহরুখ খান যুগ্মভাবে সেরা অভিনেতার সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

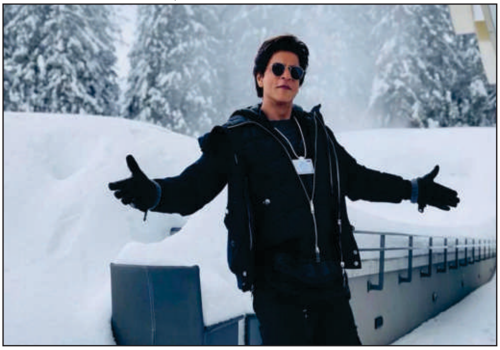

গত শুক্রবার নয়াদিল্লিতে দেশটির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। ১৯৯২ সালে 'দিওয়ানা' চলচ্চিত্র দিয়ে অভিষেক হওয়া শাহরুখের তিন দশকের ক্যারিয়ারে এটি তার প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

শাহরুখ খান এর আগে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়', 'দেবদাস', 'মাই নেম ইজ খান', 'চাক দে ইন্ডিয়া'সহ বহু জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করেছেন। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া তার তিনটি সিনেমা—'পাঠান', 'জওয়ান' ও 'ডানকি'—বক্স অফিসে সফলতা পেয়েছে এবং প্রযোজকদের জন্য বিপুল অর্থ আয় করেছে। বর্তমানে শাহরুখ খান 'কিং' ছবির শুটিং করছেন। সিনেমাটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে।

৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শাহরুখের সঙ্গে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন 'টুয়েলভথ ফেল' সিনেমার জন্য বিক্রান্ত ম্যাসি, যিনি এটিও তার প্রথম জাতীয় পুরস্কার। সেরা সিনেমার পুরস্কার পেয়েছে 'টুয়েলভথ ফেল'। রানী মুখার্জি 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার অর্জন করেছেন। অন্যদিকে, সেরা হিন্দি সিনেমার পুরস্কার পেয়েছে 'কাঁঠাল', এবং 'দ্য কেরালা স্টোরি' সিনেমার জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সুদীপ্ত সেন।

মেয়ের নামে ২৫০ কোটির রাজপ্রাসাদ বানালেন রণবীর-আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের তারকা দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট আবারও শিরোনামে—এবার তাদের নতুন রাজকীয় বাড়ি ঘিরে। মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকা পালি হিলে বহু প্রতীক্ষিত তাদের স্বপ্নের এই নতুন বাড়ির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। শিগগিরই সেখানে আবাস গড়বেন এই জনপ্রিয় জুটি। খবর টাইমস নাও-এর।

তবে এই বাড়ির সবচেয়ে আলোচনাযোগ্য দিক হলো, এটি রণবীর বা আলিয়ার নামে নয়—নিবন্ধিত হয়েছে তাদের কন্যা রাহা কাপুরের নামে। পরিবারকে ঘিরে গড়া এই আবাস শুধু বিলাসের নয়, এক গভীর আবেগ ও ভবিষ্যতের বিনিয়োগও বটে।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আলিয়া ভাট তার শাশুড়ি নীতু কাপুরের সঙ্গে নতুন বাড়ি পরিদর্শনে যান। ফিরে যাওয়ার সময় বউ-শাশুড়ির আবেগঘন আলিঙ্গন ক্যামেরায় ধরা পড়ে, যা অনলাইনে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে।

ছয়তলা বিশিষ্ট এই প্রাসাদতুল্য বাড়ির ছাদে রয়েছে সবুজ বাগান, বারান্দা জুড়ে লতাগুল্মে ছাওয়া শৈল্পিক সৌন্দর্য, আর পুরো বাড়ির ধূসর রঙ একে দিয়েছে রাজকীয় ও মার্জিত আবহ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বাড়ির বাজারমূল্য প্রায় ২৫০ কোটি রুপি, যা মুম্বাইয়ের তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে দামি আবাসন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শাহরুখ খানের 'মান্নাত' যেখানে প্রায় ২০০ কোটি রুপি, সেখানে রাহার এই ভবিষ্যৎ আস্তানা তার চেয়েও ৫০ কোটি বেশি দামের। অমিতাভ বচ্চনের 'জলসা'র দাম প্রায় ১২০ কোটি রুপি।

আলিয়া ভাট বর্তমানে ব্যস্ত যশরাজ ফিল্মসের 'আলফা' ছবির শুটিং নিয়ে। ছবিটিতে তাকে দেখা যাবে এক অ্যাকশনধর্মী চরিত্রে, যেখানে তার সহশিল্পী শর্বরী ও ববি দেওল। পাশাপাশি তিনি অভিনয় করছেন সঞ্জয় লীলা বনসালীর বহুল আলোচিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে। এতে একসঙ্গে পর্দায় আসছেন আলিয়া, স্বামী রণবীর কাপুর এবং ভিকি কৌশল।

অন্যদিকে রণবীর কাপুর ফিরছেন পৌরাণিক চরিত্রে। তিনি অভিনয় করছেন নিতেশ তিওয়ারির পরিচালনায় 'রামায়ণ' ছবিতে। ছবিটিতে রণবীরের চরিত্র রাম, যেখানে যশ থাকবেন রাবণ এবং সাই পল্লবীকে দেখা যাবে সীতা চরিত্রে।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে রহস্যময় পোস্ট, রাজনীতিতে নামছেন সালমান?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের মহারাষ্ট্রে আসন্ন বিএমসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত, তখন বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের একটি রহস্যময় ইনস্টাগ্রাম স্টোরি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়তো এবার রাজনীতির ময়দানে পা রাখতে চলেছেন বলিউডের 'ভাইজান'।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি অ্যানিমেটেড ছবি পোস্ট করেন সালমান। যদিও সেখানে মুখ দেখা যায়নি, তবে হাতে থাকা তাঁর বিখ্যাত নীল ব্রেসলেট সহজেই চিনে ফেলেন ভক্তরা। ছবিতে দেখা যায়, তিনি হাতজোড় করে রাজনীতিবিদদের মতো পোজ দিচ্ছেন। তার ক্যাপশনে লেখা ছিল— 'দেখা হবে নতুন ময়দানে।' এই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয় গুঞ্জন— তবে কি সালমান রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন?

তবে সেই জল্পনার অবসান ঘটেছে দ্রুতই। জিও হটস্টার পরে নিশ্চিত করে যে, এটি আসলে সালমানের উপস্থাপনায় আসন্ন রিয়েলিটি শো 'বিগ বস ১৯'-এর প্রচারণার অংশ। জিও হটস্টারের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে শোয়ের একটি টিজার প্রকাশ করা হয়, যেখানে সালমানকে একই পোশাকে দেখা যায়।

টিজারে সালমান বলেন, 'বন্ধু এবং শত্রু সাবধান, কারণ এবার পরিবারের সদস্যদের সরকার চলবে।' এতে স্পষ্ট হয় যে সালমান এবারও রাজনীতির বাইরে থেকে নিজের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো নিয়েই ব্যস্ত।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৪ আগস্ট থেকে 'বিগ বস ১৯' সম্প্রচারিত হবে জিও হটস্টার ও কালার্স টিভিতে। জিও হটস্টারে রাত ৯টায় এবং কালার্সে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে। তবে এবারের শোতে কারা অংশ নিচ্ছেন, তা এখনও জানানো হয়নি।

তুরস্কে রেকর্ড গড়ে গ্যালাতাসারাইয়ে নাইজেরিয়ান গোলমেশিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তুরস্কের ফুটবল ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছে গ্যালাতাসারাই। নাপোলি থেকে নাইজেরিয়ান গোলমেশিন ভিক্টর ওসিমেনকে স্থায়ী চুক্তিতে দলে ভিড়িয়ে সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ট্রান্সফার সম্পন্ন করেছে সুপার লিগের চ্যাম্পিয়নরা। এই চুক্তিতে তাদের খরচ হয়েছে ৭৫ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ৮৫.৭৪ মিলিয়ন ডলার)।

এই ট্রান্সফারের মধ্য দিয়ে ভেঙে গেছে তুরস্কের পূর্বের সর্বোচ্চ ট্রান্সফার রেকর্ড। গত বছর সেভিয়া থেকে ইউসেফ এন-নেসিরিকে ২০ মিলিয়ন ইউরোতে দলে নিয়েছিল ফেনেরবাহচে, যা এতদিন পর্যন্ত ছিল দেশটির ফুটবলে সবচেয়ে ব্যয়বহুল চুক্তি।

গ্যালাতাসারাই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২৬ বছর বয়সী ওসিমেনের সঙ্গে চার বছরের চুক্তি হয়েছে, যা কার্যকর হবে ২০২৫-২৬ মৌসুম থেকে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি মৌসুমে ওসিমেন ক্লাব থেকে ১৫ মিলিয়ন ইউরো নেট বেতন, ১ মিলিয়ন ইউরো লয়্যালটি বোনাস এবং ৫ মিলিয়ন ইউরো ইমেজ রাইটস বাবদ আয় করবেন। এছাড়া ভবিষ্যতে যদি ওসিমেন অন্য কোনো ক্লাবে যান, তার ট্রান্সফার ফি'র ১০ শতাংশ পাবে নাপোলি।

গত মৌসুমে ধারে গ্যালাতাসারাইয়ের হয়ে খেলেছিলেন ওসিমেন এবং সুপার লিগে ঝড় তুলেছিলেন গোল দিয়ে। ২৬ গোল করে হন মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোল সংখ্যা ছিল ৩৭, যা তুর্কি ফুটবলে এক মৌসুমে কোনো বিদেশি খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড।

লিল, উলফসবুর্গ এবং নাপোলির হয়ে ক্লাব ফুটবলে সাফল্যের পর ওসিমেন এখন তুরস্কেও নিজের জায়গা পাকা করে নিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সফল এই ফরোয়ার্ড নাইজেরিয়ার জার্সি গায়ে ৪০ ম্যাচে করেছেন ২৬ গোল।

সমর্থকদের অসদাচরণের জন্য শাস্তি পেল পিএসজি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে সমর্থকদের অসদাচরণের জন্য শাস্তি পেয়েছে পিএসজি। ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের মোটা অঙ্কের জরিমানা করেছে উয়েফা। গত মে মাসে মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পায় পিএসজি। সেখানে সমর্থকদের মাঠে ঢুকে পড়া, আতশবাজি পোড়ানো, জিনিসপত্র নিক্ষেপ, সম্পত্তির ক্ষতি করা ও অনুপযুক্ত বার্তা প্রদর্শনের অভিযোগ আনা হয় ফরাসি ক্লাবটির বিরুদ্ধে।

শেষ বাঁশি বাজার পর উদযাপনের জন্য পিএসজির হাজার হাজার সমর্থক মাঠে নেমে পড়ে, বিপুল সংখ্যক সমর্থক গোলপোস্টের পেছন দিয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেতে হয় নিরাপত্তাকর্মীদের।

ইউরোপিয়ান ফুটবল নিয়ন্তা সংস্থা উয়েফা বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে পিএসজির শাস্তির কথা জানিয়েছে। ক্লাবটিকে এক লাখ ৪৮ হাজার ইউরো জরিমানা করা হয়েছে, সমর্থকদের মাঠে নেমে পড়া ও আতশবাজি ব্যবহারের জন্য যা সবচেয়ে বড় শাস্তি।

উয়েফা প্রতিযোগিতায় পিএসজির একটি ম্যাচের জন্য অ্যাওয়ে টিকেট বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে, যদিও এই শাস্তি দুই বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে রুটের নতুন রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট ক্রিকেটে একের পর এক রেকর্ড গড়ছেন ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটসম্যান জো রুট। ভারতের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখানো রুট এবার তার অর্জনের তালিকায় যুক্ত করেছেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে ঘরের মাঠে টেস্টে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ডে সাচিন টেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলে রুট শীর্ষে উঠে এসেছেন। ইংল্যান্ডে তার রান এখন ৭ হাজার ২২০, যা ভারতের টেন্ডুলকারের ৭ হাজার ২১৬ রানের থেকে বেশ কয়েক রানে বেশি। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে নাম নেমেছে ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানের।

অন্যদিকে, রুট হলেন প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে ২ হাজার রান করার কীর্তি গড়া ক্রিকেটার। এই সিরিজে তার দেশের মাঠে

ভারতের বিপক্ষে রান এখন ২ হাজার ৬।

তবে ওভাল টেস্টের প্রথম ইনিংসে বড় রান করতে পারেননি রুট। শুক্রবার তিনি মাত্র ২৯ রানে আউট হন মোহাম্মদ সিরাজের হাতে। এলবিডব্লিউ হওয়া রুট রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি। এই ইনিংসে তিনি ৪৫ বল খেলে ৬টি চার মেরে ২৯ রান করেন।

এদিকে, এই রেকর্ড গুলোর পাশাপাশি রুটের সামনে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের ৭ হাজার ৫৭৮ রান করা ঘরের মাঠের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড টপকানোর সুযোগও রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR